প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক আইন, ২০১০

(২০১০ সনের ৫৫ নং আইন)

কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে বিদেশে গমনেচ্ছু বাংলাদেশী বেকার যুবকদের সহায়তা প্রদান, প্রবাসী বাংলাদেশীদের দেশে প্রত্যাগমনের পর কর্মসংস্থানের সহায়তা প্রদান, প্রবাসী বাংলাদেশীদের দেশে বিনিয়োগে উৎসাহিতকরণ এবং আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে দ্রুত ও ব্যয়-সাশ্রয়ী পন্থায় সহজে রেমিট্যান্স প্রেরণে প্রবাসী বাংলাদেশীদের সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠাকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে বিদেশে গমনেচ্ছু বাংলাদেশী বেকার যুবকদের সহায়তা প্রদান, প্রবাসী বাংলাদেশীদের দেশে প্রত্যাগমনের পর কর্মসংস্থানের সহায়তা প্রদান, প্রবাসী বাংলাদেশীদের দেশে বিনিয়োগে উৎসাহিতকরণ এবং আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে দ্রুত ও ব্যয়-সাশ্রয়ী পন্থায় সহজে রেমিট্যান্স প্রেরণ প্রবাসী বাংলাদেশীদের সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক নামে একটি ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্‌দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইলঃ-

সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রয়োগ

১। (১) এই আইন প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক আইন, ২০১০ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

সংজ্ঞা

২। বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে-

(১) "কল্যাণ তহবিল" অর্থ The Emigration Ordinance, 1982 (Ordinance No. XXIX of 1982) এর section 19 এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার কতৃর্ক প্রণীত ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ তহবিল বিধিমালা, ২০০২ এর অধীন গঠিত বাংলাদেশ ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ তহবিল;

(২) "কর্মকর্তা" অর্থ ব্যাংকের কর্মকর্তা;

(৩) "কর্মচারী" অর্থ ব্যাংকের কর্মচারী;

(৪) "চেয়ারম্যান" অর্থ বোর্ডের চেয়ারম্যান;

(৫) "প্রবিধান" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত প্রবিধান;

(৬) "পরিচালক" অর্থ ব্যাংকের পরিচালক;

(৭) "ব্যাংক" অর্থ প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক;

(৮) "বোর্ড" অর্থ ব্যাংকের পরিচালনা বোর্ড;

(৯) "বাংলাদেশ ব্যাংক" অর্থ Bangladesh Bank Order, 1972 (President"s Order No. 127 of 1972)এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ ব্যাংক;

(১০) "ব্যবস্থাপনা পরিচালক" অর্থ ধারা ১২ এর অধীন নিযুক্ত ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক;

(১১) "বিধি" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি; এবং

(১২) "ব্যাংক কোম্পানী আইন" অর্থ ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ১৪ নং আইন)।

আইনের প্রাধান্য

৩। আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের বিধানাবলীর সাথে অন্য আইনের কোন বিরোধ দেখা দিলে এই আইনের বিধানাবলী প্রাধান্য পাইবে।

প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠা, ইত্যাদি

৪। (১) এই আইন কার্যকর হইবার পর, যতশীঘ্র সম্ভব, প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক নামে একটি ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা হইবে।

(২) ব্যাংক একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে এবং ইহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সীলমোহর থাকিবে এবং এই আইন ও তদধীন প্রণীত বিধির বিধানাবলী সাপেক্ষে ইহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয়বিধ সম্পত্তি অর্জন করিবার, অধিকারে রাখিবার ও হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা থাকিবে এবং ইহার নামে ইহা মামলা দায়ের করিতে পারিবে বা ইহার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা যাইবে।

(৩) বোর্ডের সিদ্ধান্ত এবং সরকারের অনুমোদনক্রমে, কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) এর অধীন, ব্যাংক একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী হিসাবে নিবন্ধিত হইতে পারিবে।

(৪) উপ-ধারা (৫) এর বিধান সাপেক্ষে, ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ১৪ নং আইন) এবং ব্যাংক কোম্পানী সম্পর্কিত আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনের বিধান ব্যাংকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না।

(৫) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) এবং ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ১৪ নং আইন) বা অনুরূপ অন্য কোন আইনের কোন বিধান ব্যাংকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে বলিয়া নির্দেশ জারী করিলে উক্ত বিধান ব্যাংকের ক্ষেত্রে কার্যকর হইবে।

(৬) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যাংকটি বাণিজ্যিক এবং ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করিতে পারিবে।

(৭) বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদক্রমে, প্রয়োজনে, Bangladesh Bank Order, 1972

(President"s Order No. 127 of 1972)) এর অধীন ব্যাংকটি তফসিলি ব্যাংকে রূপান্তর করা যাইবে।

ব্যাংকের উদ্যোক্তা

৫। ব্যাংকের উদ্যোক্তা হইবে সরকার ও কল্যাণ তহবিল পরিচালনার জন্য ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ তহবিল বিধিমালা, ২০০২ এর অধীন গঠিত পরিচালনা বোর্ড।

ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়, ইত্যাদি

৬। (১) ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় থাকিবে।

(২) ব্যাংক, বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদনক্রমে, বোর্ড কতৃর্ক নির্ধারিত স্থানে উহার আঞ্চলিক অফিস, অন্যান্য অফিস এবং শাখা স্থাপন করিতে পারিবে।

(৩) সংশ্লিষ্ট দেশের অনুমোদক্রমে বিদেশে ব্যাংকের শাখা স্থাপন করিতে পারিবে।

অনুমোদিত মূলধন

৭। (১) ব্যাংকের অনুমোদিত মূলধন হইবে পাঁচশত কোটি টাকা।

(২) অনুমোদিত মূলধন একশত টাকা মূল্যমানের পাঁচ কোটি সাধারণ শেয়ারে বিভক্ত থাকিবে।

(৩) ব্যাংক, সরকারের অনুমোদনক্রমে সময়ে সময়ে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, ব্যাংকের অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ মূল্যমান অপরিবর্তিত রাখিয়া বৃদ্ধি করিতে পারিবে।

পরিশোধিত মূলধন

৮। (১) ব্যাংকের প্রারম্ভিক পরিশোধিত মূলধন হইবে একশত কোটি টাকা, যাহার ৫% সরকার কর্তৃক এবং ৯৫% কল্যাণ তহবিল হইতে পরিশোধ করা হইবে।

(২) বোর্ডের অনুমোদনক্রমে, উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত পরিশোধিত মূলধনের অতিরিক্ত মূলধন প্রবাসী বাংলাদেশীদের নিকট হইতে সংগ্রহ করা যাইবে।

(৩) ব্যাংক, সরকারের অনুমোদনক্রমে সময়ে সময়ে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, ব্যাংকের পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ মূল্যমান অপরিবর্তিত রাখিয়া বৃদ্ধি করিতে পারিবে।

পরিচালনা ও প্রশাসন

৯। (১) ব্যাংকের পরিচালনা ও প্রশাসন এই আইনের অধীন গঠিত পরিচালনা বোর্ড এর উপর ন্যস্ত থাকিবে এবং ব্যাংক যে সকল ক্ষেত্রে প্রয়োগ ও কার্য সম্পাদন করিতে পারিবে পরিচালনা বোর্ডও সেই সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্য সম্পাদন করিতে পারিবে।

(২) ব্যাংক কোন নীতিগত প্রশ্নে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশাবলী অনুসরণ করিবে এবং কোন বিষয় নীতিগত কিনা সেই সম্পর্কে কোন প্রশ্ন দেখা দিলে উহাতে সরকারের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হইবে।

বোর্ড

১০। (১) নিম্নবর্ণিত পরিচালক সমন্বয়ে ব্যাংকের পরিচালনা বোর্ড গঠিত হইবে, যথাঃ-

(ক) চেয়ারম্যান;

(খ) প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উক্ত মন্ত্রণালয়ের অন্যূন যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদাসম্পন্ন একজন কর্মকর্তা;

(গ) জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো'র মহাপরিচালক;

(ঘ) অর্থ বিভাগ কর্তৃক মনোনীত উক্ত বিভাগের অন্যূন যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদাসম্পন্ন একজন কর্মকর্তা;

(ঙ) ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ কর্তৃক মনোনীত উক্ত বিভাগের অন্যূন যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদাসম্পন্ন একজন কর্মকর্তা;

(চ) শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উক্ত মন্ত্রণালয়ের অন্যূন যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদাসম্পন্ন একজন কর্মকর্তা;

(ছ) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উক্ত মন্ত্রণালয়ের অন্যূন যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদাসম্পন্ন একজন কর্মকর্তা;

(জ) বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর কর্তৃক মনোনীত একজন নির্বাহী পরিচালক;

(ঝ) কল্যাণ তহবিলের পরিচালনা বোর্ড কর্তৃক মনোনীত দুইজন সদস্য;

(ঞ) কল্যাণ তহবিল ব্যতীত অন্যান্য শেয়ারহোল্ডার, যদি থাকে, কর্তৃক মনোনীত এবং সরকার কতৃর্ক অনুমোদিত, তিনজন পরিচালক;

(ট) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পদাধিকারবলে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন মনোনীত কোন পরিচালক তাঁহার পদের কার্যভার গ্রহণের তারিখ হইতে তিন বৎসর পর্যন্ত স্বীয় পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন।

(৩) সরকার যে কোন সময় কোন মনোনীত পরিচালকের মনোনয়ন বাতিল করিতে পারিবে।

চেয়ারম্যান

১১। (১) ব্যাংকের একজন চেয়ারম্যান থাকিবেন।

(২) চেয়ারম্যান সরকার কতৃর্ক নিযুক্ত হইবেন।

(৩) চেয়ারম্যানের পদ শূন্য হইলে কিংবা অনুপস্থিতি বা অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে চেয়ারম্যান দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইলে, শূন্য পদে নবনিযুক্ত চেয়ারম্যান কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত কিংবা চেয়ারম্যান পুনরায় স্বীয় দায়িত্ব পালনে সমর্থ না হওয়া পর্যন্ত সরকার কর্তৃক মনোনীত কোন পরিচালক চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করিবেন।

ব্যবস্থাপনা পরিচালক

১২। (১) ব্যাংকের একজন ব্যবস্থাপনা পরিচালক থাকিবেন।

(২) ব্যবস্থাপনা পরিচালক সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং তাহার চাকুরীর শর্তাবলী সরকার কর্তৃক স্থিরকৃত হইবে।

(৩) ব্যবস্থাপনা পরিচালক ব্যাংকের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হইবেন।

(৪) ব্যবস্থাপনা পরিচালকের পদ শূন্য হইলে কিংবা অনুপস্থিতি বা অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে ব্যবস্থাপনা পরিচালক দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইলে, শূন্য পদে নবনিযুক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত কিংবা ব্যবস্থাপনা পরিচালক পুনরায় স্বীয় দায়িত্ব পালনে সমর্থ না হওয়া পর্যন্ত বোর্ড কর্তৃক মনোনীত কোন কর্মকর্তা ব্যবস্থাপনা পরিচালকের দায়িত্ব পালন করিবেন।

পরিচালকের দায়িত

১৩। ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং অন্যান্য পরিচালকগণ প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ব্যাংকের দায়িত্ব পালন করিবেন।

পদত্যাগ

১৪। চেয়ারম্যান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক বা কোন পরিচালক সরকারের নিকট তাহার স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে স্বীয় পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন।

সভা

১৫। (১) বোর্ডের সকল সভা, উহার চেয়ারম্যানের নির্দেশে ব্যবস্থাপনা পরিচালক কর্তৃক আহুত হইবে এবং সভার তারিখ, সময় ও স্থান চেয়ারম্যান কর্তৃক স্থিরকৃত হইবে।

(২) এই ধারা বিধান সাপেক্ষে, বোর্ডের সভার কার্যধারা প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

(৩) বোর্ডের সভার কোরামের জন্য উহার মোট সদস্য সংখ্যার অন্যূন এক তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতির প্রয়োজন হইবে, তবে মূলতবি সভার ক্ষেত্রে কোন কোরামের প্রয়োজন হইবে না।

(৪) চেয়ারম্যান বোর্ডের সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন এবং তাঁহার অনুপস্থিতিতে সভায় উপস্থিত পরিচালকদের মধ্য হইতে তাঁহাদের দ্বারা নির্বাচিত,